EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-883-7150-4
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ড্যান মজীনার বক্তব্য
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর
১৭ই এপ্রিল, ২০১৩

যুগ্ম সচিব (গবেষণা), কৃষি মন্ত্রণালয়, মোঃ জামশের আহমেদ খন্দকার

নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ, ড. ওয়াইস কবির

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, ড. মোঃ সাইদুল ইসলাম

বাংলাদেশ প্রতিনিধি, আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট টিমথি ডেভিড রাসেল

বন্ধুগণ ও বাংলাদেশে কৃষির সম্প্রসারণকারী সঙ্গীরা

আসসালামু আলাইকুম ও শুভ সকাল

আমরা সেদিন শীতে কাঁপছিলাম...কয়েক বছর আগে...আমি ও আমার স্ত্রী গ্রেস...

ওয়াশিংটনের হাঁড় কাপানো শীতেও আমরা বাইরে লাইনে দাঁড়িয়েছিলাম।

লাইনটি ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়ে যাচ্ছিলো।

একসময় আমরা ওয়াশিংটনের শ্রেষ্ঠতম আর্ট গ্যালারির অন্যতম ফিলিপ্স গ্যালারির দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম

আমরা সেখানকার সুখকর উষ্ণতা উপেৰা করে ভিড়ের পিছে পিছে মূল প্রদর্শনী কৰে এগিয়ে গেলাম... আর সেখানেই ছিলো সেগুলো...

...সেখানেই ছিলো সেগুলো...জয়নুল আবেদীনের দুর্ভিৰের ওপর আঁকা দুই ডজনেরও অধিক শিল্পকর্ম...সাধারণ, সুন্দর, শৈলীসম্পন্ন দুর্ভিৰের প্রতিফলন...ভয়ঙ্কর, জঘন্য, বাজে দুর্ভিৰ...বাংলাদেশের দুর্ভিৰ।

শিল্পকর্মগুলো বাংলাদেশের গল্প বলছিলো।...

...একসময় এমনটি ছিলো...তবে আর নয়...

বাংলাদেশ থেকে দুর্ভিৰের অবসান ঘটেছে...আর আমার বিশ্বাস তা আর কোনোদিনও ফিরে আসবে না। সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশ আজ নতুন ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন...ধানের আধিক্য।

গোডাউনগুলো ধানে উপচে পড়ছে, আর কৃষকরা অভিযোগ করছে যে আধিক্যের কারণে ধানের মূল্য পড়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশকে হয়তো আরো ধান রপ্তানি করতে হবে।

গুরবত্বের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিবেচনা করলে এ ধরনের চ্যালেঞ্জ থাকা ভালো।

নিশ্চয়ই একসময় বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক ঝুড়ি হিসেবে আখ্যায়িত করা হলেও তা আজকের বাংলাদেশ নয়।

চার দশক আগের এমন চরম পূর্বাভাস কিভাবে ভূল প্রমাণিত হলো?

কয়েকটি শহর ও দ্বীপরাষ্ট্র ব্যতীত বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ কিভাবে নিজেকে আগামী দশকের মধ্যে খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতার লৰ্য অর্জনের পথে এগিয়ে যেতে দেখছে?

এর উত্তরটি এখানে, ঠিক এই কৰের মধ্যে বিদ্যমান...আমি এই প্রশ্নগুলোর উত্তরসমূহের দিকে এখন তাকিয়ে আছি...উত্তর হচ্ছেন আপনারা...বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট...বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যথায় আপনারা, বাংলাদেশের কৃষি গবেষকরা...এই উত্তরের মধ্যে অবশ্যই বাংলাদেশের সরকার, বিশেষ করে কৃষিমন্ত্রী, খাদ্যমন্ত্রী ও অন্যান্যরাও অন্তর্ভূক্ত।

আপনারা প্রয়োজনীয় উচ্চফলন সম্পন্ন ধানের প্রজাতির উন্নয়ন করেছেন...আপনারা ৰারতা, জলাশূণ্যতা এবং বন্যা সহনশীল ধানের প্রজাতির উন্নয়ন করেছেন।

আপনারা কীট ব্যবস্থাপনা, পানির ব্যবহার ও সার প্রয়োগের পন্থায় নতুন পদ্ধতির উন্নয়ন করেছেন। আপনারা পুষ্টি সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারবে এমন ভিটামিন এ সমৃদ্ধ সোনার ধান উন্নয়নে জৈবপ্রযুক্তির ভূমিকা নিয়ে বিবেচনা করছেন। ইতিমধ্যে, অন্যান্য জায়গায় আপনাদের সহকর্মীগণ জৈবপ্রযুক্তিগত বেগুণ ও আলু প্রজাতির উন্নয়ন করেছে যেগুলো রোগসহনশীল, ফলে সেগুলোতে তুলনামূলক স্বল্প ঔষধ ছিটানোর প্রয়োজন পড়ে এবং উচ্চফলনও হয়।

বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের অভিযানের শুরব থেকেই আমেরিকা বাংলাদেশের অংশীদার হওয়ায়, বাংলাদেশের চলমান কৃষি বিপৰবে সহযোগিতা করায় আমি গর্বিত।

ইউএসএআইডি, টেক্সাস এ এন্ড এম, কর্নেল ও অন্যান্য আরো অনেক আমেরিকান প্রতিষ্ঠান বিআরআরআই ও অন্যান্য চমৎকার বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও তাদের টেকসই করে তোলার জন্য ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। এই বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠানগুলোর গুরবত্বপূর্ণ কাজ কৃষিখাতে বাংলাদেশের বিজয়কে সম্ভবপর করে তুলেছে।

কৃষি খাতে আমেরিকা-বাংলাদেশের এই ঘনিষ্ঠ অংশীদারিত্ব আজ আরো বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে।

প্রেসিডেন্ট ওবামার ফিড দ্য ফিউচার উদ্যোগের সাফল্যের প্রতিভু হলো বাংলাদেশ...এই উদ্যোগের আওতাভুক্ত অন্য কোনো দেশ বাংলাদেশের মতো সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।

বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে ফিড দ্য ফিউচার কর্মসূচি কাজ করছে এবং সেখানে ২০ লাখেরও অধিক কৃষক ৬৪৪,০০০হেক্টর জমির ওপর গুটি সার ব্যবহারের প্রযুক্তি ব্যবহার করছে; যার ফলে ধানের উৎপাদন ২০-৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রায় ৩০ শতাংশ পর্যন্ত সারের ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে, এবং গ্রীনহাউজ গ্যাসের নিঃসরণ উলেখ্যযোগ্য হারে হ্রাস হয়েছে।

ফিড দ্য ফিউচার তার আওতাধীন সমগ্র এলাকার কৃষকদের নতুন সহনশীল ধানের প্রজাতির সঙ্গে পরিচিত করে তুলেছে। ফলাফলগুলো নিজেই নিজের গল্প বলতে সক্ষম: আমেরিকা-বাংলাদেশের ফিড দ্য ফিউচার অংশীদারিত্বের সুবাদে এলাকাটিতে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বরিশাল আর ধানে ঘাটতি সম্পন্ন জেলা নেই।

আমি ১৯৭০ সাল থেকে উন্নয়ন কাজের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে সম্পৃক্ত। এতগুলো দশকে আমি আমেরিকা-বাংলাদেশের মতো ইতিবাচক সম্ভাবনাময়ী কোনো অংশীদারিত্ব দেখিনি। এই অংশীদারিত্বের তিনটি অপরিহার্য অংশ রয়েছে: কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, বাংলাদেশীদের জীবনমানের প্রসার যাতে তারা খাদ্য সংগ্রহের আরো ভালো সুযোগ পায় এবং শিশুদের বিকাশ রোধের ঘটনা হ্রাস এবং পর্যায়ক্রমে নিঃশেষ করতে বাংলাদেশকে সহায়তা করতে পুষ্টিমান বৃদ্ধি করা। আপনারা অনেকেই জানেন বর্তমানে বাংলাদেশের ৪১ শতাংশ শিশু নিম্ন পুষ্টিমানের কারণে বিলম্বিত শারীরিক কিংবা মানসিক বিকাশে ভুগছে।

এই ফিড দ্য ফিউচার কর্মসূচি বাংলাদেশের দৰিণ ও দৰিণপশ্চিমাঞ্চলে কাজ করছে বলে আমি আনন্দিত। দেশের এই এলাকাই জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সর্বাধিক হুমকির সম্মুখীন ও প্রভাবিত। খাদ্য নিরাপত্তার বিচারে বাংলাদেশের এই এলাকাটি সর্বাধিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন...এই অঞ্চলেরই জাতির খাদ্য নিরাপত্তায় আরো অধিক অবদান রাখার সুযোগ রয়েছে।

আমার বক্তব্য শেষ করার আগে আমি আবারো বলছি যে ঢাকায় আমার ও আমার সরকারের লৰ্য হলো বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের অংশীদারিত্ব আরো গভীর, প্রসারিত ও শক্তিশালী করে তোলা যাতে এই মহান জাতি ও এই চমৎকার মানুষকে খাদ্য নিরাপদ হতে সহায়তা করা যায় যেন সকল বাংলাদেশীই পর্যাপ্ত, পুষ্টিসম্মত খাদ্য সংগ্রহের সুযোগ পায় এবং পরিণতিতে শিশুদের বিকাশ রোধ যাতে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়।

আমি আশা করি মাত্র আরম্ভ হওয়া নববর্ষটি অনেক শুভ হবে যখন বাংলাদেশ নিজেকে খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ, খাদ্য নিরাপদ করার মতো অজেয়কে জয় করতে, অসম্ভবকে সম্ভব করতে সচেষ্ট। আমার আপনাদের প্রতি বিশ্বাস রয়েছে...আপনাদের প্রত্যেকের প্রতি...এবং অন্যান্য গবেষণা কেন্দ্রে ও সরকারের মধ্যে আপনাদের সহকর্মীদের ওপরও ভরসা রয়েছে...আমরা বাংলাদেশের শক্তিশালী কৃষি বিপৱবের সাফল্য নিশ্চিত করায় আপনাদের গুরৰত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য আমরা গর্বিত...যা বিশ্বব্যাপী দেশগুলোর জন্য একটি আদর্শ ও অনুপ্রেরণা।

আমি সেই দিনের স্বপ্ন দেখি যেদিন শিল্পপ্রেমীরা জয়নুল আবেদীনের শৈলীর, তুলির স্বল্প ব্যবহার প্রশংসা করবে, তবে তার শিল্পকর্মের বিষয়বস্তু, দুর্ভিৰকে ইতিহাসের একটি প্রাচীন বস্তু হিসেবে মনে রাখবে যা ইতিহাসের আবর্জনার ঝুড়িতে হারিয়ে গিয়েছে।

ধন্যবাদ।

==========

*বক্তৃতার জন্য প্রস্তুতকৃত